[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible]-[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

এলোমেলো কই,
ছলে-মেয়ে মাঠে খেলে
করে হইচই।

কী মজা কী মজা!
ছাট্ট বেলার খেলা,
মা ডাকে আয় তোরা
বাড়ি ফিরার বেলা।

চাখ তুলে কপালে – মাহবুব-এ-খোদা

ফান হাতে সব নষ্ট হলো
বড় স্নেহের বাপজী,
দিন-রজনি কাটছে খেলে
ফ্রি ফ্রায়ার আর পাবজী।
গমের নেশায় মত্ত হওয়ায় কমছে চোখের জ্যোতি, করোনাটা কেড়ে নিলো পড়ালেখার গতি।
অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে
গম খেলাতে হটালে
অনলাইনে পড়ছি বলে
চাখ তুলে নেয় কপালে। আবার কবে আসবে সুদিন
মন দেবে সব পাঠে!
দখবো না আর ফোনটা হাতে গমেতে ক্ষণ কাটে।

অপেক্ষা – বারী সুমন

চপলা কন্যার ভেজা চুলের ডগা থেকে
টুপটাপ, ফোটা ফোটা জল কণা
বিচ্ছুরিত হয়ে, নগ্ন পা বেয়ে মিশে যায় মাটিতে। গভীর তমানিশায় তার স্বপ্নে বিভোর এ মন,
ভুবন ভুলানো টোল পড়া গালে এক মুঠো
রাদ্দুর খেলা করে।
তার মনের গহীনে আমি আজ নির্বাসিত
হৃদয় নদীতে কোষা ডিঙির পাটাতনে
আমি তার অপেক্ষায়!

ছিদ্র পাত্রে জল – মজনু মিয়া

আকাশ কখনো কখনো এমন হয়, মনে হয় যে
একটা ছিদ্র পাত্র!
ঝরছে তো ঝরছে অনবরত জল ধারা বহে তাতে।
মন আকাশের অবস্থা মাঝে মধ্যে এমন হয়,
একবার কিছু মনে করে কান্না শুরু করলে-
আর তা থামতে চায় না!
পৃথিবীতে তুমি একমাত্র সেই কারণ যে কারণে অঝোরে ঝরে চোখের জল!
মা বাবা তারা আত্নার সম্পর্কে তাদের ক্ষত ভিন্ন তুমি আবেগে ভালোবাসায় পাওয়া না পাওয়ার
জল আনো দু-চোখে।

একাকী রাতে বালিশ ভিজে যায়!
বিরহে বৃক্ষ লতার পাতা ঝরে পড়ে, কেউ দেখে
পাগল অথবা দেবদাস বলতে দ্বিধা করে না!

সন্ধ্যা নামলে – রাজীব হাসান

আজও সন্ধ্যা সন্ধ্যা নামলে
তুমি পাশে না থাকলে
রাখবে বলো কে আমাকে
যতন করে আগলে।

আজও সন্ধ্যা সন্ধ্যা নামলে
খুঁজি সেই তোমাকে
ব্যস্ততাতে ভুলে কি গেছো
তুমি আজ আমাকে।

আজও সন্ধ্যা সন্ধ্যা নামলে
মন খারাপটা বাড়লে
এক-কাপ চা মিস করে যাই
তুমি দূরে থাকলে।

অমলিন সুখতে – লিটন রায়

আষাঢ়ের আগমনে
এঁদো পুকুর জলে
ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ

হালা লাফায় চলেথ

ছলেগুলো ব্যাঙ ধরে
বাড়িতে আসে নিয়ে
দুটি ব্যাঙ কনে-বর
হবে তাদের বিয়ে।

আরো হয় রিমঝিম
আকাশেরই পানি
পিছলা পিছলি হবেথ
অনেক মজা জানি।
লেরই ছেলে মেয়ে
বাড়ি ফিরে ভিজেই
ফিরতে ফিরতে তারা
কাদা মাখে নিজেই।

আমার যেনো সে স্মৃতি
ভসে উঠে বুকতে
বৃষ্টি এলে চলে যাই
অমলিন সুখতে।

আমাদের মনিরামপুর – মাঃ আজিজুর রহমান

হরিহর নদী আছে
ছাট-বড় বিল আছে
পুকুর আছে ডোবা আছে
আমাদের মনিরামপুর।

ফুল আছে ফল আছে
পাখিদের গান আছে

আছে আরও সবুজ বন
আমাদের মনিরামপুর।

ধান আছে পাট আছে
খজুরের বন আছে
আছে রস গুড়
আমাদের মনিরামপুর।

স্কুল আছে কলেজ আছে
খলা করা মাঠ আছে
আছে মাদ্রাসা ভবন
আমাদের মনিরামপুর।

মুক্তিযোদ্ধা আছে
শহীদ মিনার আছে
আছে আকরাম মোড়
আমাদের মনিরামপুর।

ভাসমান সেতু আছে
পীরের ঢিবি,অচিন বৃক্ষ আছে নীলকুঠি আছে জয়পুর
আমাদের মনিরামপুর।

ভালোবাসা প্রীতি আছে
মানুষের মায়া আছে
আছে নানা সামাজিক সংগঠন
আমাদের মনিরামপুর।

বৃষ্টির দিনে – আহমাদ কাউসার

সকাল-সন্ধ্যা হচ্ছে বৃষ্টি
আকাশ মেঘে ঢাকা
ঘরের বাহির হয়না কেহ
রাস্তা-ঘাট ফাকা।

টপ টপা টপ বৃষ্টি পড়ে
নাচে গাছের পাতা
দুরে হতে কে যে আসে
মাথায় দেখি ছাতা।
শাপলা শালুক বৃষ্টির ছোয়ায় হসে বেড়ায় জলে
ডালে ডালে কদম হাসে
বৃষ্টি ছুবে বলে।
পুকুর জলে বৃষ্টির ফোটা
নচে নেচে পড়ে
স্বচ্ছ-জলে তাড়া খেয়ে
উঠে নড়ে চড়ে।

স্বপ্ন আঁকা – ম. গোলাম মোস্তফা

শস্য শ্যামল আমাদের এইদেশ
নীল রঙে তার আকাশ ঘেরা
নেইকো রূপের শেষ!
ঝিলের জলে শাপলা শালুক
নিত্য ফুটে রয়
ওদের সাথে মৌ মাছিদের প্রেম মিতালী হয়।
নদী বুকে এঁকে বেঁকে ছুটতে তরী ঐ
এমন দূশ্য দেখে আমি
মুগ্ধ হয়ে রই।
বর্ণ মালার স্বর্ণ সূতায় মধুর ছবি আঁকি
ফুলের ঘ্রাণে উদাস হয়ে এই দেশেতে থাকি
মাগো তোমায় কাব্য করে

প্রাণ ভ’রে তাই ডাকি তোমার বুকে আমার থাকা আগাম দিনের স্বপ্ন আঁকা হয় যে মাখা মাখি!